বিজ্ঞানানন্দ মিশনের স্মৃতিচারণ

—শিখা ভট্টাচার্য্য

পর্ব – ১

রাজলক্ষ্মী মা দেহ রাখেন ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। তাঁর শ্রাদ্ধের পরে কোনও এক নির্দিষ্ট দিনে নাম সংকীর্তন ঠিক করা হয়। ভবানীপুরের এক ভক্ত সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের colleague সঞ্জয় চক্রবর্তীর অনুরোধে, আমার স্বামী দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য সেই অনুষ্ঠানে তবলা বাজাতে যান। শুনেছিলাম, সেই দিন গুরুদেব (শ্রী শ্রী লেনিন রায়)-কে দেখে উনি (দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য) ''চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে, নিয়ো না, নিয়ো না সরায়ে –'' গানটি গেয়েছিলেন। এর পর থেকেই ভবানীপুরের আশ্রমে উনি প্রায়শই যেতেন। দোলের সময় উনি হেঁটেই আশ্রমে পৌঁছে যেতেন। কারণ বাস বন্ধ থাকত দুপুর ১টা পর্যন্ত আর এদিকে ঠাকুর বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের জন্য ভোগ রান্না করে নিবেদন করতে হবে সময় মতো। তাই দেরি যাতে না হয় তাই হেঁটেই পৌঁছে যেতেন মঠে। গুরুদেব, চ্যাটার্জী-দা ও অন্যান্য সকলে দূরে থাকায় দোলের দিন ওনাদের আসতে দেরী হোত। তাই উনি ভোগ রান্না করে রাখতেন আগে গিয়ে। পরে সকলে মিলে ভোগ নিবেদন করতেন, খাওয়া-দাওয়া হতো। ভোগ নিবেদন করে, সন্ধে পর্যন্ত আশ্রমে কাটিয়ে সকলে বাড়ি ফিরে যেতেন।

প্রত্যেক শনিবার-রবিবার আশ্রমে যেতেন উনি (আমার স্বামী) ১ম ও ৩য় শনিবার অফিস থেকে ভবানীপুরে যেতেন এবং ২য় ও ৪র্থ শনিবার অফিস বন্ধ থাকায় বেলার দিকেই চলে যেতেন। এরপর গুরুদেব বলাতে কালী পুজো করলেন ওখানে। ধীরে ধীরে দুর্গাপুজো, লক্ষ্মী পুজো, সত্যনারায়ণ পুজো, ঠাকুর, মা রাজলক্ষ্মীদেবী, মা করুণাময়ী তিরোধান তিথির পুজোগুলিও উনি করতে শুরু করলেন।

এরপর আমার সন্তানরা বড় হওয়ার পর ১৯৯৩ সালের পর থেকে আমিও ছেলে-মেয়েকে নিয়ে ওনার সাথে আশ্রমে যাওয়া শুরু করি। ২০০২ সাল থেকে উনি যাওয়া বন্ধ করে দেন আমার শরীর খারাপ হওয়াতে। আমারও regular যাওয়া কমে গেল।

কসবার গৃহপ্রবেশেও গেছি। কসবার বিজ্ঞানানন্দ ভবনেও গেছি অনেকবার।

আমি গুরুমাকেও (শ্রীমতী মৃদুলা রায়) আশ্রমে আসতে দেখেছি। কালীপুজোয় গুরুমা আগে চলে আসতেন। গুরুদেব পরে আসতেন। তবে দুপুরের পর গুরুদেব চলে যেতেন। এরপর সন্ধেবেলা ফিরে এসে পরের দিন পর্যন্ত থেকে যেতেন আশ্রমে।

গুরুদেব যেদিন আগে মঠে চলে আসতেন, অনেক সময় বাড়ি থেকে ভোগ রান্না করে নিয়ে আসতেন। সেই ভোগ ঠাকুরকে নিবেদন করে সকলকে প্রসাদ বিতরণ করতেন। সেই সময় শনি-রবিবার সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত আশ্রম খোলা থাকত। অনেকেই আসতেন সেই সময়। সকলে মিলে ভোগ রান্না করা হত। তারপর ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করে প্রসাদ খাওয়া হত সকলে মিলে।

আমি শুনেছিলাম যে ভগবানকে নাকি দেখতে পাওয়া যায়। সেই ভগবানকে দেখার জন্য আমি ওখানে যাওয়া শুরু করেছিলাম। গুরুদেব অনেক সময় আমাকে রান্না করার দায়িত্ব দিতেন। একদিন ওখানে যেতে দেরী হয়ে যায়। রাস্তা দিয়ে হাঁটছি আর মনে মনে ভাবছি যে, ''আমাকে উনি (গুরুদেব) দায়িত্ব দিলেন আর আমি এত দেরী করে ফেললাম। কি করে মুখটা দেখাব!'' আশ্রমে ঢুকেই দেখি উনি দাঁড়িয়ে আছেন। তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। তখন মনে হত যেন আমি মনে মনে ওরকম ভেবেছিলাম বলেই হয়ত উনি দাঁড়িয়ে ছিলেন।

গুরুদেব যে কাঁচের গ্লাসে চা খেতেন, সেটাকে মেজে যে টেবিলে হারমোনিয়াম থাকে, সেই টেবিলে উপুড় করে রাখতাম। একদিন দেখি কাঁচের গ্লাসটা বদলে গেছে। আমি তারপর রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি যে গ্লাসটা কি নতুন এনেছেন? কালকেই তো গ্লাসটা মেজে রেখে গেলাম''। তখন উনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি যেতেই বললেন, ''বৌমা, কাঁচের গ্লাসটা কালকে ভেঙ্গে গেছিল, তাই নতুন গ্লাস কিনে এনেছে''। নূপুর-দিরা বা চ্যাটার্জী-দারা কেউ হয়ত কিনে এনেছিল। ওনাকে কিছুই বলতে হতো না। নিজেই সব বুঝে যেতেন।

তখন আমরা নিজেরাই বাসন মাজতাম। দীপালী ছিল না বাসন মাজার জন্যে। কেউ না মাজলে, শেষে যে থাকত সেই মেজে রাখত। বেশিরভাগ সময়ে আমি মেজে রাখতাম। যেমন এখন আইভি দায়িত্ব নিয়ে করে থাকে। দীপালী না আসলে ওই মেজে ধুয়ে রাখে। ও শেষ পর্যন্ত থাকে ওখানে।

এরপর যেদিন যাওয়া হত না, মন ভাল লাগতো না। ওখানে গিয়ে আনন্দ পেতাম। সবসময় ওখানে আলোর ছটা দেখতে পাই।

একদিন ডুমুর গাছের নিচে চাতালে শুয়ে ঘুমিয়ে পরেছি। শুয়েই দেখলাম আমাকে যেন কেউ আলগা করে তুলছে। তখনই ঘুম ভেঙ্গে যেতে দেখি মনি বৌদি ঠাকুর ঘরের দরজা-টা খুললেন। গুরুদেব জিজ্ঞেস করলেন, ''কি, তোমার ঘুম ভাল হয়েছিল তো?'', হয়ত উনি কিছু বুঝতে পেরেছিলেন। যদিও ওনাকে ঘটনাটি জানানো হয়নি।

একদিন বাড়িতে ক্লান্ত হয়ে এসে ঘুমিয়ে পড়েছি। ওখানে অনেক পরিশ্রম হয়েছিল কিনা ঐদিন। ঘুমিয়ে দেখছি, আমার কোমর কেউ ডলে দিচ্ছে। পরের দিন আশ্রমে যেতে উনি (গুরুদেব) জিজ্ঞাসা করলেন যে, ''কি, কাল তোমার ঘুমটা ভাল হয়েছিল তো?''

রূপোর প্রণব যেদিন বানাতে যাবেন নূপুরদিরা, ওইদিন গুরুদেব ওনাদের সাথে আমাকে যেতে বলেছিলেন। কর-দা যদিও খুব রাগারাগি করেছিলেন প্রথমে, যে অত টাকা দিয়ে প্রণব বানানোর কি প্রয়োজন ছিল এই নিয়ে। যাইহোক, তারপর সবাই মিলে দেখে আসলাম সেই প্রণব। ফিরে এসে বাস থেকে নামতেই তুমুল বৃষ্টি শুরু। সবাই ভিজে গেলাম। আশ্রমে অনেক ময়লা জমে গেছিল। গুরুদেব আমাকে বললেন, ''বৌমা, আমি এগুলো পরিষ্কার করতে পারিনি...''। আমি বললাম, ''না না, আপনাকে কিছু করতে হবে না, আমি করে দিচ্ছি এখুনি''।

ওখানে গেলে ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ অনুভব করেছি সর্বদা। আরও অনেক ঘটনা আছে, পরে বলব।

(সোমবার ২৫শে ফাধন ১৪৩১, ইং - 10th March 2025)

(ক্রমশ...)